কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

স্টামফোর্ডে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনীতে কালের কণ্ঠ সম্পাদক

মাত্র ১২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ থাকা দুঃখজনক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কথাসাহিত্যিক ও কালের কণ্ঠ সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন বলেছেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক-মাতৃভাষা দিবস, যা পালন করছে পৃথিবীর ১৯০টি দেশ। বাংলা ভাষা পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম। এই ভাষারই জন্যই আমাদের ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ১২টিতে বাংলা বিভাগ রয়েছে, যা টিম টিম করে চলছে।' তিনি বলেন, 'আজকের যুগ ইংরেজি ও তথ্যপ্রযুক্তির। সেটা অবশ্যই শিখতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করে নয়।'

গতকাল শুক্রবার অষ্টম স্টামফোর্ড জাতীয় ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। স্টামফোর্ড ডিবেট ফোরাম (এসডিএফ) এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। রাজধানীর ৫২টি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ও ইংরেজিতে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। আগামী ৮ ডিসেম্বর এই প্রতিযোগিতা শেষ হবে।

কালের কণ্ঠ সম্পাদক বলেন, 'আমি যুক্তির লোক নই; আবেগের লোক, হৃদয়ের লোক। আমি সব কিছু হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। বাঙালিরও সবচেয়ে বড় সম্পদ আবেগ। এই আবেগ না থাকলে মুক্তিযুদ্ধ হতো না।' তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রাম বাংলার অনেক মানুষ পড়ালেখা জানত না। কিন্তু যখন তারা জানতে পারল তাদের মাঠ থাকবে না, ফসল থাকবে না তখন তারা আবেগের জন্যই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আবার তাদের যুক্তিও ছিল যে, জয়লাভ না করতে পারলে দেশ থাকবে না। তাই আবেগ ও যুক্তির অবস্থান পাশাপাশি।

ইমদাদুল হক মিলন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা আগামী দিনের আলোক স্তম্ভ। তাই যে ভাষার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি সে ভাষা তোমাদের জানতে হবে। তোমাদের আলোতেই আমরা দেখতে চাই, বাংলাদেশ আলোকিত হয়েছে।'

বিটিভির সাবেক মহাপরিচালক ম. হামিদ বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তাদের যুক্তি ছিল না, কেন তারা একটি দেশ দখল করে রাখবে? আর আমাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল, আবেগ ছিল তাই আমরা জিতেছি। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলার পাশাপাশি ইতিহাসও পড়াতে হবে।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মো. আলী নকী, এসডিএফের চিফ কো-অর্ডিনেটর মো. আল-মামুন, সভাপতি আনিমুল হাসান প্রমুখ।